জাতীয় সংস্কৃতি নীতি-২০০৬

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচীপত্র

১.	ভূমিকা	১
২.	জাতীয় সংস্কৃতি নীতির উদ্দেশ্য	২
৩.	জাতীয় সংস্কৃতির মূলনীতি	২
৪.	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ	৩
৫.	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠান ও কর্মপন্থা	৫
৬.	সংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণ	২২
৭.	অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংস্কৃতি	২৮
৮.	সাংস্কৃতিক শিল্প	২৯
৯.	সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৩০
১০.	সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অর্থায়ন	৩০
১১.	সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	৩০
১২.	জাতীয় সংস্কৃতিনীতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩১
১৩.	উপসংহার	৩২

[বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, নভেম্বর ২৯, ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৭

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১ কার্তিক ১৪১৩/১৬ অক্টোবর ২০০৬

নং **সবিম/শাঃ৭/বিবিধ-০৪/২০০৬/১৬৮০**—সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল।

জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬

১। ভূমিকা ঃ

সংস্কৃতি কোন গোষ্ঠী, সমাজ তথা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিচ্ছবি। মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাপন ও কর্মপ্রবাহ সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। সংস্কৃতির মূল উপাদান হলোঃ জ্ঞান, বিশ্বাস, আদর্শ, শিক্ষা, ভাষা, নীতিবোধ, আইন-কানুন, প্রথা এবং আরো বহুবিধ বিষয় যার সাহায্যে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সমাজ এবং জাতির সদস্য হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তোলে।

বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের ২৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছেঃ "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন"। এ ছাড়াও ২৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছেঃ 'বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহের বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'। সংবিধানের এ দু'টি অনুচ্ছেদের আলোকে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে সংস্কৃতি বিষয়ক দিকটি প্রশাসন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়। বর্তমানে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের রয়েছে বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করতে সক্ষম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে দেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথেও সংযুক্ত করা যায়। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পর্যটন শিল্প ও বাণিজ্যের পারস্পারিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক। এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন, পরিচর্যা, বিকাশ ও উন্নয়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জাতীয় সংস্কৃতি নীতিতে প্রতিফলিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দেশের গৌরবময় জাতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ, লালন এবং এর যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য বাংলাদেশের একটি জাতীয় সংস্কৃতি নীতি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে সরকার মনে করে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদের নীতি অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত UNESCO-র "Preliminary Draft of a Convention on the Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic Expression-2004, WTO-এর TRIPS চুক্তি, Copy Right Act, Rome Convention (1961)এবং Berne Convention-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথাযথ লালন এবং এর প্রচার, প্রসার ও অধিকতর উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংস্কৃতি নীতি প্রণয়ন করা হল।

২। জাতীয় সংস্কৃতি নীতির উদ্দেশ্য ঃ

(১) বাংলাদেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের জনগণের নিজস্ব সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও ধর্ম-বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখা।

(২) সর্বাত্মক উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং উন্নয়নের সমন্বয়সাধন।

(৩) দেশে বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠির সঠিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্প্রীতি সুসংহত করা।

(৪) বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতির ইতিবাচক সুকৃতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং সকল প্রকার অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

৩। জাতীয় সংস্কৃতির মূলনীতি ঃ

(১) এই ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগণের হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং দেশে বসবাসকারী সকল জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) জাতীয় সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন, এর অবক্ষয় রোধ এবং জাতীয় উন্নয়নে সংস্কৃতির সমন্বয়সাধন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৩) সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়ন, প্রচার ও ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) দেশে বসবাসকারী সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৪। জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ ঃ

৪.১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, লোক ও কারুশিল্প, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, চারু শিল্প সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রচার ও প্রসার, প্রয়োজনীয় উন্নয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ, চারু ও কারু-শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিশেষায়িত চর্চাকে উৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল কর্মের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য এর অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি, সংবিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর/সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪.২ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ ঃ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর বা সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান প্রতিপালনের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতি ও অন্যান্য সরকারী নির্দেশনা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) পুরাকীর্তি আইন, ১৯৬৮ (১৯৬৮ সনের ১৪ নং আইন) অনুসারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রত্নবস্তু সংগ্রহ, পুরাকীর্তি অধিগ্রহণ, জরিপ, খননসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল স্থাবর ঐতিহাসিক কীর্তি ও অস্থাবর প্রত্নসম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং এই শ্রেণীর সকল বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এই নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(খ) বাংলা একাডেমী অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ২১নং অর্ডিন্যান্স) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী বাংলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, উৎকর্ষসাধন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ এই নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(গ) ন্যাশনাল আর্কাইভস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৩৯নং অর্ডিন্যান্স) এর অধীন গঠিত জাতীয় আর্কাইভস নামক প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ও প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনসহ এ নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৫৩নং অর্ডিন্যান্স) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে এবং এই নীতিমালার আলোকে জাদুঘরের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।

(ঙ) নজরুল ইন্সটিটিউট অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৩৯নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নজরুল ইন্সটিটিউট জাতীয় কবি নজরুলের গান স্বরলিপি অনুসরণে শুদ্ধ সুর এবং বাণীতে প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ নজরুলের সকল প্রকার সাহিত্যকর্মের উপর গবেষণার উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি গবেষকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি এই নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(চ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২২নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী উহার দায়িত্ব পালনের আওতায় এই নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(ছ) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮নং আইন) অনুসারে ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্প সংরক্ষণ, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, লোক শিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা এবং লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয় সংস্কৃতি নীতির সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(জ) কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৮নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে কপিরাইট অফিস সাহিত্য, নাটক, সংগীত, চলচ্চিত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকাশনাসহ কপিরাইটের সকল বিষয় সংরক্ষণক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি নীতির সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঝ) ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অর্জিত শিক্ষা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধের বিকাশ, অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতিবোধ গড়ে তোলা ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

(ঞ) বাংলাদেশে গ্রন্থের প্রকাশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতীয় গ্রন্থনীতি ১৯৯৪ অনুসরণে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন এবং জাতীয় সংস্কৃতি নীতির সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

(ট) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ আইন এবং প্রবিধানমালা অনুসারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের কার্যকর ভূমিকা পালন এবং একই সাথে জাতীয় সংস্কৃতি নীতির সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্ত বায়ন করবে।

(ঠ) উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং একই সাথে এই নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

৪.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঃ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

৪.৪ প্রতিষ্ঠান গঠন ও আইন প্রণয়ন ঃ

জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী, আধা-সরকারী, বিধিবদ্ধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনে নূতন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতি নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫। জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের কর্মপন্থা ঃ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি, সংবিধিবদ্ধ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.১ শিল্পকলা ঃ

দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপকরণসমূহ সংস্কৃতির অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। আবহমানকাল ধরে বিদ্যমান এ উপকরণসমূহ বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সকল উপরকণসমূহ সুস্থ চিত্তবিনোদনেরও উপাদান।

(১) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে যথাযথ পরিচর্যা করে চলেছে। সংস্কৃতির উপাদানসমূহের লালন, বিকাশ সাধন এবং যথাযথ উন্নয়নের জন্য এ একাডেমী নিম্নোক্ত পদক্ষেপ বা কর্মসূচী গ্রহণ করবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের সংস্কৃতিক দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সাংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(খ) বাংলাদেশের সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলাসহ শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ উন্নয়ন, বিকাশ এবং এর উপর প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা।

(গ) সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত ললিতকলা ও চারুকলার বিভিন্ন অঙ্গণে, বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার প্রবর্তন করা এবং ললিতকলা ও চারুকলার বিভিন্ন বিষয়ে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতামূলক উৎসবের আয়োজন করা।

(ঘ) সংগীতের মূল দু'টি ধারা লোকসংগীত ও রাগ-সংগীতের যথাযথ উন্নয়ন, বিকাশ ও গবেষণা, লোকসংগীতের সুর ও রূপকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করাসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত করার জন্য যথাক্রমে দেশীয় স্বরলিপি ও বিশুদ্ধ সুর নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন লোক সংগীত যেমন জারিগান, সারিগান, গাজির গান, কবিগান, গম্ভীরা, লালন গীতি, হাসনরাজার গান, পালাগানসহ সকল প্রকার লোকজ ও আঞ্চলিক সংগীত সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(চ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন লোকজ সংগীত, লোকজ নৃত্য, লালনগীতি, নজরুল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীতসহ চারুশিল্প, হস্তশিল্প দেশে-বিদেশে প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সি.ডি, ভি.সি.ডি ও প্রচারধর্মী পুস্তিকা তৈরীকরণ।

(ছ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স এবং ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন।

(জ) ভাষা আন্দোলন, গণজাগরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সকল পর্যায়ে এসব বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্ম সংরক্ষণ এবং নতুন শিল্পকর্ম, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য স্থাপন।

(ঝ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং বিদেশী অতিথিদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

(ঞ) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পল্লী সংগীত, লালন গীতি, নজরুল সংগীত এবং অন্যান্য লোকজ সংগীত বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এর প্রচার ও প্রসার নিশ্চিতকরণ।

(২) রাজবাড়ী এ্যাক্রোবেটিক সেন্টার ঃ

বাংলাদেশী সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আর্থসামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, দৈহিক কসরত এবং মহিলাদের হস্ত, কারুপণ্য ও সূচীশিল্প চর্চার ভিত্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপিত হয়েছে। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং একই সাথে সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কেন্দ্রটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তাছাড়া, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কারু, হস্তশিল্প এবং সূচীকর্মের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৫.২ ভাষা ও সাহিত্য ঃ বাংলা একাডেমী

বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর উৎকর্ষ সাধন, চর্চা, গবেষণা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে এ একাডেমী নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে বা কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(ক) বাংলা ভাষা বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমীতে ভাষাবিজ্ঞানী, ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে গবেষণা জোরদার করা।

(খ) সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, লেখক, সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন মেয়াদে (সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত) আবাসিক বৃত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(গ) প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে যাতে কোন অনীহার সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে ইউরোপ, আমেরিকাসহ যেসব দেশে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে সেসব দেশে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রসারে সরকারের সহযোগীতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য ভাষা, যেমনঃ সংস্কৃত, আরবী, ফারসি ও পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণার সুযোগ তৈরী করা।

(ঙ) সৃজনশীল ও সুস্থ সাহিত্যকর্মকে উৎসাহিত করার জন্য দেশে সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা।

(চ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা এবং যেসব বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশীয় বিষয়ক বিভাগ আছে সেখানে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ।

(ছ) বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বির্বতন বিষয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা এবং এ ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি গবেষকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।

(জ) বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে পৌছানোর জন্য বাংলা সাহিত্য ও কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুবাদ এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় রচিত ধ্রুপদি সাহিত্য বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট পৌছানোর জন্য বাংলায় অনুবাদ করা ও বাংলা ভাষার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করা।

(ঝ) যে সকল উপজাতীয় ভাষা তেমন প্রচলিত নয় সে সব ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রকাশ ও একুশের বই মেলায় প্রদর্শন।

(ঞ) সঠিক বাংলা বানান ও উচ্চারণ চর্চা নিশ্চিতকরণসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ট) বাংলা একাডেমী কর্তৃক দেশের খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের লিখিত রচনাবলী ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদ ও মুদ্রণ করে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে প্রেরণ, প্রদর্শন, বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঠ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর মূল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষা চর্চায় উৎসাহ প্রদান, তাদের ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উপজাতীয় ভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

৫.৩ **ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ঃ**

ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, অন্যান্য সামগ্রী ও প্রত্নসম্পদ বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করছে। জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এ সব সাংস্কৃতিক সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরিচর্যা করছে। জাতীয় সংস্কৃতিনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লালন সম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(১) **আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ঃ**

(ক) সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দেশের মূল্যবান প্রশাসনিক দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আরকাইভসকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) জাতীয় আরকাইভসের অধীন প্রশাসনিক বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কালেক্টরেটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় আরকাইভস প্রতিষ্ঠা করে জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ এবং ঐতিহাসিক মানসম্পন্ন সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও গবেষণা কার্যে ব্যবহারের নিমিত্ত সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় আর্কাইভস উপদেষ্টা পরিষদকে উচ্চ পর্যায়ের ইতিহাসবেত্তা ও গবেষক সমন্বয়ে সম্প্রসারিতকরণ।

(ঘ) প্রচলিত নথিপত্র ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় আরকাইভস কর্তৃক একটি সর্বজনসম্মত সারগ্রন্থ (ম্যানুয়েল) প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(ঙ) আরকাইভসের গুরুত্ব গবেষক, প্রশাসক, নীতি নির্ধারক, শিক্ষক, ছাত্র, সাধারণ মানুষসহ সকল মহলের নিকট পরিচিত করে তোলার উদ্দেশে প্রচারমূলক ডকুমেন্টারি ফিল্ম, গাইড বই, নিউজলেটার, পুস্তিকা, পোস্টার ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশুতোষ ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি ও প্রচার।

(চ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয় আরকাইভসের আলোকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয় আরকাইভস গড়ে তোলা এবং বর্তমান ই-তথ্য প্রবাহের যুগে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুরাতন কাগজী নথিকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে জাতীয় আরকাইভসকে একটি ডিজিটাল আরকাইভস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ।

(ছ) ঔপনিবেশিক আমলের নথিপত্র ইংল্যান্ড ও ভারত থেকে এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত পাকিস্তান আমলের নথিপত্র পাকিস্তান থেকে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২) **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঃ**

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

(গ) প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘরের আইন ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত প্রত্নসম্পদগুলো সুসমন্বিতকরণ।

(ঘ) দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করে দেশের অন্যান্য স্থানের ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বিবেচনার মাধ্যমে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক সকল বিভাগীয় সদরে আঞ্চলিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা।

(ঙ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ দায়িত্বে ও উদ্যোগে বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত অথবা জাদুঘরের বাইরে অবস্থিত দেশের সকল অস্থাবর সম্পদের শ্রেণীবদ্ধ জরিপ ও নিবন্ধীকরণ করে তালিকা প্রণয়ন, সংগ্রহ এবং তা হালনাগাদ করা এবং এই তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন কম্পিউটারে গবেষকদের ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতিতে সংরক্ষণ।

(চ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদের এবং আনুষংগিক বহিঃদেশীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের আলোকচিত্র, যেমন, স্লাইড/স্কেচ/ম্যাপ/নকশা ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

(ছ) জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দলিল-দস্তাবেজসমূহ সংরক্ষণ, ভবিষ্যতে আরো দলিল সংগ্রহ, সংগৃহীত দলিল ভিত্তিক মৌলিক গবেষণা ও আনুসংগিক গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) **প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর** ঃ

দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল স্থাবর ও অস্থাবর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার এবং ঐসব নিদর্শনের বস্তুনিষ্ঠ ও মৌলিকত্ব বজায় রেখে সংস্কার ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের। এ সব দিক বিবেচনায় এ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(ক) দেশের প্রাচীন জনপদ বা বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনের সন্ধানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে খনন কার্য পরিচালনা, খননকৃত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশ এবং এসব প্রতিবেদন বিপণন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল স্থানে স্থাবর ও অস্থাবর সাংস্কৃতিক সম্পদের জরিপ করে গবেষকদের ব্যবহার উপযোগী করে তালিকা প্রণয়ন।

(গ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল স্থাবর ঐতিহাসিক কীর্তি যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও সংরক্ষণ কাজে পার্শ্ববর্তী এবং সম আবহাওয়াসম্পন্ন দেশগুলির সাথে বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঙ) প্রত্ন সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ নিমিত্তে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রত্নতত্ত্ব ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা।

(চ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলে নূতন জাদুঘর স্থাপন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে ইতোমধ্যে স্থাপিত জাদুঘরগুলোর আধুনিকায়ন।

(ছ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় যে সব স্থাবর ও অস্থাবর প্রত্নসম্পদ আছে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নিবন্ধীকরণ করে একটি তালিকা প্রনয়ন এবং তা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করা ।

৫.৪ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ঃ

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে গ্রন্থ। গ্রন্থ প্রকাশনা এবং এর বিকাশ, সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের একটি বড় ক্ষেত্র। এ সকল কর্ম বাস্তবায়নে বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধাকে আরো উন্নত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(১) **গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ঃ**

(ক) কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারকে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ও কম্পিউটারাইজড করার মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি আধুনিক ও মানসম্মত রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলা।

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর উন্নতমানের সাময়িকীসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স গ্রন্থ যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায় সে জন্য কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারকে ই-লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলা।

(গ) গ্রন্থাগার প্রশাসনের প্রয়োজনে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত একাধিক স্তরবিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলোর জন্য গ্রন্থাগারের উপযুক্ত বিশেষ স্থাপত্য শৈলীযুক্ত ভবন নির্মাণ করা।

(ঙ) দেশের তৃণমূল পর্যায়ে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য নগর, শহর, গ্রাম, বন্দর ও মহল্লায় পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করা।

(চ) গণগ্রন্থাগারগুলোকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠ উপযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শিশু সাহিত্য ও বিজ্ঞানগ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা ও সেমিনার, শিশুদের গল্পবলা ও বইপড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

(ছ) লাইব্রেরির সেবা ও মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাদারি উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(জ) বিদেশি গ্রন্থাগার এবং এ জাতীয় অন্যান্য সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(২) **জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ**

(ক) বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত সৃজনশীল নতুন প্রকাশনা যেমন, বৈদ্যুতিক প্রকাশনা, সিডি, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি ও বহির্বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর প্রতিনিয়ত প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে কপিরাইট আইনে দেশের একমাত্র লিগ্যাল ডিপজিটরি হিসাবে ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে গড়ে তোলা এবং নতুন মুদ্রিত সকল প্রকাশনা সংগ্রহ করা।

(খ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৃজনশীল প্রকাশনা সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে দেশের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের শাখা স্থাপন করা এবং নিয়মিতভাবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিসহ সকল ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ করা।

(গ) নতুন নতুন প্রকাশনা জনসমক্ষে পরিচিত করার জন্য বই প্রকাশনা উৎসবসহ সৃজনশীল প্রকাশনাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পুরস্কার প্রবর্তন করা এবং পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী যথা-সিডি, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

(ঘ) বর্তমানে ই-প্রকাশনা ও ই-তথ্যসেবার যুগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যাশনাল লাইব্রেরির আলোকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে একটি আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলা।

(৩) **জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রঃ**

(ক) বাংলাদেশে গ্রন্থের প্রকাশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থনীতি ১৯৯৪ অনুসরণ করা।

(খ) গ্রন্থ প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

(গ) আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(ঘ) শিক্ষিত জনশক্তিকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা, প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য স্বদেশে ট্রেনিং কোর্স, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন এবং বিদেশে অনুরূপ উদ্যোগে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

(ঙ) প্রকাশনার সর্বস্তরে পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে পেশাজীবীদের নিজ নিজ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ এবং তাদের সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

(চ) প্রকাশনা ক্ষেত্রকে আধুনিক ও গতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত মুদ্রণ সামগ্রী বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম আমদানিতে উৎসাহ প্রদান, একই সাথে দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য প্রস্তুতকারকদের উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) শিশু-কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্যপুস্তক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা উৎসাহিত করা।

(জ) সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশে এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান।

(ঝ) সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঠাভ্যাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের পাঠ সেবার মানোন্নয়নে দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং সে সব গ্রন্থাগারসমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা প্রদান।

(ঞ) দেশে ও বিদেশে দেশীয় গ্রন্থের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত বইমেলার আয়োজন ও বিদেশে অনুষ্ঠিতব্য বইমেলায় অংশগ্রহণ।

৫.৫ জাতীয় পর্যায়ে কবি/সাহিত্যিকদের নিয়ে বিশেষায়িত চর্চা ঃ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কর্মকান্ড সম্পর্কিত চর্চা এবং তাঁদের সৃষ্টিসমূহ সংরক্ষণ করা একটি সাংস্কৃতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে জাতীয় কবি নজরুলের নামে প্রতিষ্ঠিত নজরুল ইন্সটিটিউট। এছাড়াও রয়েছে লালন একাডেমি কমপ্লেক্স, কুষ্টিয়া, মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র, রাজবাড়ি এ্যাক্রোবেটিক সেন্টার, বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র, পায়রাবন্দ। অনতিবিলম্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্র স্মৃতি/চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষায়িত চর্চা, গবেষণা ও উন্নয়নে এ সব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং রাখবে।

(১) নজরুল ইন্সটিটিউট ঃ

নজরুল ইন্সটিটিউট জাতীয় পর্যায়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সংগীত চর্চার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সংক্রান্ত সকল ধরনের চর্চা ও গবেষণাকে দেশে বিদেশে আরো বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে এ ইন্সটিটিউট নিম্নলিখিত কার্যক্রম/কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে ঃ

(ক) কাজী নজরুল ইসলামের গানের শুদ্ধ সুর ও বাণী সংরক্ষণসহ শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কর্মশালা গ্রহণ।

(খ) নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়নের জন্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠক্রমে কবির রচনা আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(গ) নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপকরণ সংগ্রহ এবং নজরুলের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশী ও বিদেশী নজরুল-গবেষকদের উৎসাহিতকরণ এবং এ সকল বিষয়ে পুরস্কার প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সংগীত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঙ) নজরুল-স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী পর্যটক ও নজরুল-অনুরাগীদের আকৃষ্ট করা এবং নজরুল ইনস্টিটিউটের নজরুল জাদুঘরকে আরো দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা।

(চ) জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পাশাপাশি বছরে অন্তত একবার জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-সংগীত সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) নজরুলের দেশাত্মবোধক সাহিত্যকর্ম, সংগীত ও জীবনাদর্শকে জাতীয় জাগরণ ও চেতনার অন্যতম উৎস হিসেবে জনগণকে জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে নাটক, চলচ্চিত্র, টেলিফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) **রবীন্দ্র স্মৃতি/চর্চা কেন্দ্র ঃ**

ব্যাপক ভিত্তিক রবীন্দ্র চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত এ কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নিরীখে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম/কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে ঃ

(ক) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পতিসর, দক্ষিণ ডিহি, ফুলতলা, শাহজাদপুরে অবিলম্বে রবীন্দ্র স্মৃতি/চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা।

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং তাঁর শিল্প ও সাহিত্যকর্মের উপর গবেষণা করা।

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প ও সাহিত্যকর্ম জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরবিতান অনুসরণে রবীন্দ্র সংগীত শুদ্ধ সুর ও বাণীতে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য মূল্যায়নের জন্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কবির রচনা আবশ্যিকভাবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ।

(চ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপকরণ সংগ্রহ এবং কবির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশী ও বিদেশী রবীন্দ্র-গবেষকদের উৎসাহিত করা এবং এ সব বিষয়ে পুরস্কার প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, সাহিত্য ও সংগীত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া এবং সেক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(জ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী পর্যটক ও রবীন্দ্র-অনুরাগীদের আকৃষ্ট করা এবং একটি দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় রবীন্দ্র জাদুঘর গড়ে তোলা।

(ঝ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকর্মসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঞ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকর্মসমূহ বিশেষত বাংলাদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছবি ও এর প্রতিচ্ছবি প্রয়োজনে অন্যান্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

(৩) লালন একাডেমী কমপ্লেক্স, কুষ্টিয়া ঃ

মরমী সাধক কবি লালন শাহের স্মৃতি ও কর্মকান্ড সংরক্ষণ, সংগীত বিষয়ে গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে লালন একাডেমী।

(৪) মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র, রাজবাড়ী ঃ

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্ম ও স্মৃতি সংরক্ষণ, তাঁর সাহিত্য কর্মের উপর গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র।

(৫) বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র ঃ

উপ-মহাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। বিদুষী এ নারীর স্মৃতি, তাঁর জীবন ও কর্ম দ্বারা বাংলাদেশের নারী সমাজকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্র নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে ঃ

(১) বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা, তাঁর রচনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) মহীয়সী এ নারীর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য দেশের তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ নারী সমাজকে শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ, মৌলিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নানা উপকরণের তথ্যাবলী এবং লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা স্থাপন।

(৩) এ কেন্দ্রে নারী লেখকদের প্রকাশনাসমূহ ব্যাপক প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) বেগম রোকেয়া সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা।

(৫) লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ ও বাণিজ্যিকভাবে বিপণনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৬) নারী অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেগম রোকেয়া স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(৬) **অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ**

পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সৃষ্টিসমূহ সংরক্ষণ, উন্নয়ন, প্রচার এবং প্রসারের প্রয়োজনে এ জাতীয় আরো প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। এ সকল বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবার সাথে সাথে বিশেষায়িত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।

৫.৬ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ঃ

বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন লোক ও কারুশিল্প সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(ক) লোক-ঐতিহ্য, লোক সাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য বাংলাদেশে লোক-সংস্কৃতি গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট স্থাপনসহ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) সনাতন লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ এবং লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদি সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পে উৎসাহ প্রদান।

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোক শিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁওয়ে একটি শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।

(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য ও তথ্যাদির প্রকাশ এবং এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা-বৃত্তি প্রদান।

(চ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

(ছ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন এবং তৎসম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এর উন্নয়ন সাধন।

(জ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ।

(ঝ) দেশী-বিদেশী পর্যটক, বিদেশী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সভ্যতা ও নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠির জীবনাচার, সংস্কৃতি, শিল্প, গ্রামীণ জীবন, বনাঞ্চল, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি সমন্বয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথ উদ্যোগে একটি মিনি বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৫.৭ সৃজনশীল কর্মের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ ঃ কপিরাইট অফিস

সৃজনশীল কর্মকান্ডের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণে কপিরাইট অফিস কাজ করে যাচ্ছে। এটিকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য এ অফিস নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(ক) দেশের সৃজনশীল কর্মকান্ডকে সংরক্ষণ এবং ভাস্কর্য (পাইরেসি) প্রতিরোধে কপিরাইট আইন, ২০০০ ও তদধীন প্রণীত বিধির আওতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(খ) কপিরাইট আইনের আওতায় কপিরাইট অফিসের কার্যপরিধি আরো বিস্তৃত করে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে কপিরাইট নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) বাংলাদেশ বার্ন কনভেনশন, ট্রিপস চুক্তি এবং ওয়াইপো কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর সকল চুক্তি ও কনভেনশনে বর্ণিত কপিরাইট সংক্রান্ত-অধিকার ও দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং এ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত সচেতনা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ।

(ঘ) জাতীয় গ্রন্থনীতিতে উল্লিখিত যে সব পদক্ষেপ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের পাঠক্রমের মধ্যে কপিরাইট সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

(ঙ) কপিরাইটের সাথে ট্রেডমার্কের সংযোগ বৃদ্ধি, লেখক, প্রকাশক, সিডি, অডিও-ভিডিও, চলচ্চিত্র এবং সফ্‌টওয়্যার নির্মাতাদেরকে কপিরাইট সম্পর্কে সচেতন করা।

৫.৮ **উপজাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঃ**

বাংলাদেশে রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যমন্ডিত ছোট বড় প্রায় ৫০ থেকে ৫৭টি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠান ছোট ও বড় বিভিন্ন উপজাতি যেমনঃ চাকমা, মারমা, তিপরা. তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো (মুরং), বম, পাংখুয়া, খুমি, খিয়াং, চাক, লুসাইসহ অন্যান্য সকল উপজাতীয় স্ব-স্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, চর্চা এবং উন্নয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ, লালন, উৎকর্ষ সাধন এবং মূল স্রোতোধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে ঃ

(ক) পার্বত্য ৩টি জেলার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহের স্ব-স্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা, অনুশীলন এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষাসহ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা।

(খ) বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার রাখাইন সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণা, তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণপূর্বক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার জন্য কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মকান্ডকে জোরদার করা।

(গ) নেত্রকোনার বিরিশিরি উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর মাধ্যমে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী গারো, হাজং, কোচ, বানাই, হদি, ডালু, বর্মণ প্রভৃতি উপজাতীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষা, চর্চা ও উন্নয়ন, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ঘ) মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের মনিপুরী ললিতকলা একাডেমী এবং রাজশাহী উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির চর্চা, উন্নয়ন, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) উল্লিখিত সকল উপজাতীয় সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-স্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে আবশ্যিকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাসহ জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সকল অঙ্গণের সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা।

৫.৯ বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন ঃ

বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশ এবং বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত ও বর্তমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা। এর মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দেশের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার ইত্যাদির উন্নয়ন, বৌদ্ধ বিহার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা উপজাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদিসহ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করবে।

৫.১০ লোক সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট ঃ

লোক ঐতিহ্য, লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এর প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের জন্য অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে একটি লোক সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। লোক সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে ঃ

(ক) জাতীয়ভাবে লোক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এ বিষয়ে গবেষণা করা।

(খ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে লোকসংস্কৃতি প্রদর্শন, ডকুমেন্টেশন এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(গ) উচ্চতর শিক্ষায় লোকসংস্কৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এ জাতীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

(ঘ) লোকসংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও গবেষণাকর্মে জাতীয় লোক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ এবং একে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান।

(ঙ) বাংলাদেশের লোকজ শিল্প ও ঐতিহ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা।

৫.১১ সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অন্যান্য সাহায্য ও অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

এ লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) দেশের সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিকভাবে দুর্বল সংস্কৃতিসেবী, লাইব্রেরীসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

(খ) দেশের দুঃস্থ, অবসরপ্রাপ্ত কবি/সাহিত্যিক ও শিল্পীদের চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজের জন্য কল্যাণ ভাতা প্রদান।

(গ) দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশে ও সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং নাট্যগোষ্ঠীকে আর্থিক অনুদান প্রদান।

(ঘ) বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের কল্যাণের জন্য শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঙ) দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে অনুদান প্রদান।

(চ) সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ছ) সংগৃহীত তহবিলের অর্থ আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসুস্থ শিল্পীদের যথাযথ কল্যাণে ব্যয় করা।

৫.১২ **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়** ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পৃথিবীর যেসব দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশীর বসবাস রয়েছে সেসব দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিটি দেশে বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টার স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উক্ত কালচারাল সেন্টার বাংলাদেশ দূতাবাস কিংবা কনসুলেট অফিসের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এর দায়িত্বে থাকবেন একজন সংস্কৃতিসেবী বা ক্যাডার সার্ভিসের সাংস্কৃতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা। এই কালচারাল সেন্টার স্থানীয় বাংলাদেশীদের সহযোগীতায় সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক পরিচালিত হবে। কেন্দ্রটি বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, এর প্রচার, প্রসার ও বিকাশে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন, বাংলা ভাষা, বাংলা সংগীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদির প্রচার ও প্রসারে এবং চিত্র প্রদর্শনী, জাতীয় দিবসসমূহ পালন, লোকজ মেলা, কারু মেলার আয়োজন করবে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(খ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে একটি করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার স্থাপন করা। এ গ্রন্থগারে বাংলাদেশের সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত পুস্তক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথ উদ্যোগে এ গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

(গ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে বা বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টারসমূহে বাংলাদেশকে বিদেশীদের কাছে সুপরিচিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহকৃত বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট, ব্রোসিউর ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। অধিক সংখ্যক বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বাংলাদেশের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বুকলেট, পোস্টার, ট্যুরিস্ট হ্যান্ডবুক, সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিতরণের ব্যবস্থা করবে।

৫.১৩ **স্থানীয় প্রশাসন ঃ**

বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় প্রশাসন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথাযথ বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নিম্ন বর্ণিত উদ্যোগ করবে ঃ

(ক) স্থানীয়ভাবে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের বিকাশ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের সহযোগীতায় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন দিবস পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, চিত্র, চারু, কারু ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী, পিঠা উৎসব ও বিভিন্ন প্রকার লোকজ উৎসবের আয়োজন করা।

(গ) স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক এ সব অনুষ্ঠানে সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(ঘ) স্থানীয়ভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা।

(ঙ) স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমন্ডিত দিবসসমূহ পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

(চ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা, বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য বেসরকারিভাবে কোন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন উৎসাহিত করা।

(ছ) ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অফিস পুনঃস্থাপনপূর্বক প্রতি মাসে দেশের সকল জেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত তথ্যবুলেটিন এবং ৫ বছর পর পর পূর্ণাঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। **সংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণ ঃ**

এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.১ শিক্ষা ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(ক) শিল্পকলা বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত, নৃত্যকলা, চারুকলা, আলোকচিত্র, নাট্যকলা ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স সম্বলিত বিভাগ চালু করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(খ) দেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা সংক্রান্ত কোর্সের বিষয়ে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করা এবং সরকারিভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পাঠক্রমে শিল্পকলা যেমন—নৃত্য, সংগীত, চারু ও নাট্যকলা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক রচনাবলী প্রকাশে আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(গ) দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, বাংলা ভাষা, লোকজ সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘরবিদ্যা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান, নাট্যকলা, সংগীত, চারুকলা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঘ) দেশীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন দিবসসমূহ যথা—পয়লা বৈশাখ, নজরুল, রবীন্দ্র জন্ম-বার্ষিকী, একুশে ফেব্রুযারী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় ও স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি পালনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(ঙ) বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাষা ইন্সটিটিউট বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়সহ বাংলা ভাষা কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিকুলাম তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর মাধ্যমে বাংলা ভাষা পঠন ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(চ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক স্কুল থেকে ছাত্রদের যথাযথ ধারণা ও শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন ও কোর্স চালু করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(ছ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন বিষয়ক ডিপ্লোমা/ডিগ্রী কোর্স চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

৬.২ ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(ক) বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সমান গুরুত্বসহকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) সকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ, ধর্মীয় গবেষণা প্রকাশ, ধর্মোৎসব পালন এবং এসব বিষয় যোগাযোগ ও প্রচারের জন্য প্রচার মাধ্যমগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(গ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতির সমন্বয় সাধন করা।

(ঘ) সকল ধর্মের মূলমন্ত্র হলো সত্যবাদিতা, মানব কল্যাণ ও শান্তি স্থাপন। এ প্রেক্ষিতে কোন ধর্মীয় বাণীর অপব্যাখ্যা, অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) সকল ধর্মের মূলমন্ত্র অর্থাৎ সাম্য, মানব কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি স্থাপন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল ধর্মের মানবতাবাদী বাণীর যথাযথ প্রচার ও প্রসার, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার আয়োজন এবং বিভিন্ন উদ্বুদ্ধমূলক অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন করা।

(চ) বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন—মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদির যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

৬.৩ বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়

(ক) বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বাংলাদেশ থেকে সম্প্রচারিত সকল সরকারি ও বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনে দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নে সহায়ক শিক্ষামূলক ও বিনোদনধর্মী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) জাতীয় স্বার্থ, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিরোধী যে কোন প্রকার দেশী-বিদেশী অনুষ্ঠান সম্প্রচারকে বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনকে বাধ্যতামূলকভাবে নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) অবারিতভাবে কেবল টিভি নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে সম্প্রচারিত ও উপস্থাপিত অনুষ্ঠানাদি যাতে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থে কেবল চ্যানেলের মাধ্যমে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধের প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা আব্যশ্যক।

(ঘ) বাংলাদেশে সম্প্রচারিত সকল সরকারি ও বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃক শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য মানসম্মত শিশুতোষ অনুষ্ঠানের প্রচার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) বেতার-টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমে স্বরলিপি অনুসরণে শুদ্ধ সুর ও বাণীতে যাতে নজরুল-রবীন্দ্র সংগীতসহ সকল প্রকার সংগীত প্রচারিত হয় সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণ জরুরি।

(চ) দেশের এবং বিদেশের সুস্থ চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সুন্দরভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য টেলিভিশন ও বেতার কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ দরকার।

(ছ) দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে পারে এমন ইতিবাচক ও গঠনমূলক সংবাদ/প্রতিবেদন প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারি ও বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃক গ্রহণ করা উচিত।

(জ) বাংলাদেশের সম্প্রচারিত সকল সরকারি ও বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন চিত্রে যাতে কোন প্রকার অপসংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ না ঘটে সে বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা/আইন/ বিধি-বিধান প্রণয়ন প্রয়োজন।

(ঝ) বাংলাদেশের সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ নিশ্চিত করবে এমন চলচ্চিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কার্যকর ভূমিকা পালন আবশ্যক।

(ঞ) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস কর্তৃক নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র ইতিহাস ও ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স চালু রাখা।

(ট) সরকারি কর্মকান্ড বিষয়ক ইতিবাচক তথ্যাদি চলচ্চিত্র এবং প্রকাশনা সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এর যথাযথ প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কাঙ্খিত।

(ঠ) জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আদর্শের পরিপন্থি এবং বাংলাদেশ বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী, অরুচিকর, অপসংস্কৃতিমূলক নেতিবাচক কোন বিষয় যাতে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

(ড) দেশীয় বিনোদন চলচ্চিত্রকে রপ্তানী উপযোগী করার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এফডিসি কর্তৃক একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

(ঢ) চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নতির জন্যে দেশীয় বাজারকে অত্যন্ত সীমিত আকারে উন্নতমানের আমদানীকৃত ছবির জন্যে উম্মুক্ত করে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সূচনা করা এবং রপ্তানী বাজার সৃষ্টিতে সক্ষম প্রযোজক বা নির্মাতাকে বিশেষ রেয়াত দিয়ে উৎসাহিত করা দরকার।

(ণ) চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র ইতিহাস, চলচ্চিত্রের ভাষা, চিত্রনাট্য লিখনসহ আংশিক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেশের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে চলচ্চিত্র সংস্কৃতির প্রসার নিশ্চিত করা জরুরি।

(ত) দেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান এবং প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ কাম্য।

(থ) শিশুতোষ ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

৬.৪ নাটক ও যাত্রা ঃ

(ক) সুস্থ নাট্যচর্চা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাটক মঞ্চায়নের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা। পর্যায়ক্রমে প্রথমে বিভাগীয় শহরগুলোতে এবং পরবর্তীতে জেলা শহরগুলোতে স্থায়ী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(খ) নাটকের সকল দিক প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় সরকারি উদ্যোগে একটি নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাট্যকলা বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) যাত্রা শিল্পের সার্বিক কল্যাণ, প্রচার, প্রসার ও মানোন্নয়নের জন্য ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় যাত্রা একাডেমী ও পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে যাত্রা একাডেমী স্থাপন করা দরকার।

(ঘ) যাত্রার মান সংরক্ষণ এবং যাত্রাকে অপসংস্কৃতির হাত হতে রক্ষা করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৫ শিশুর মনন বিকাশে সংস্কৃতি ঃ

(ক) শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত নাগরিক। শিশুদের মেধা ও মননের পরিপূর্ণ ও সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে শিশুদের উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(খ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় দেশীয় সুস্থ ও উন্নত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এমন বিভিন্ন বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। প্রতিযোগিতা ছাড়াও জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হবে।

৬.৬ পর্যটন, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি ঃ

পর্যটন ও বাণিজ্য দেশের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যটন শিল্প, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নয়ন সম্ভব। এ ছাড়াও বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(ক) পর্যটন শিল্পকে সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে পর্যটন ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা এবং একই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) অধিক সংখ্যক বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এবং একটি টেকসই অর্থনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য পর্যটন কেন্দ্রসমূহে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেমন—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ পণ্য ও হস্তশিল্প মেলা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও বিকাশ এবং একই সাথে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অধিক সংখ্যক ক্রেতাকে আকৃষ্ট

করার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রদর্শনী, লোক ঐতিহ্য সম্পন্ন কারু ও হস্তশিল্প মেলা জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঘ) বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে সম্পৃক্ত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিটি বাণিজ্য মেলায় একটি সাংস্কৃতিক দল বিদেশে প্রেরণ।

(ঙ) পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত, স্মৃতিসৌধ, জাদুঘর, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং এগুলো পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের জন্য উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ পর্যটকদের জন্য সকল ধরণের সুবিধা নিশ্চিত করা।

(চ) অধিক সংখ্যক পর্যটক আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থানসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

(ছ) নজরুল-পর্যটন কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংস্কৃতি ঃ

বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ উপাদান যেমন ঃ গান, নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্রের সি. ডি. ও ভি.সি.ডি. এবং বিভিন্ন শিল্পকর্ম দেশে-বিদেশে বিপণনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) লোক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ পণ্যসমূহ যেমন ঃ হস্তশিল্প, কারুশিল্প, মৃৎশিল্প দেশে এবং বিদেশে বিপণনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) পর্যটন শিল্পের যথাযথ উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিদেশী পর্যটক আকৃষ্ট করে এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৮। সাংস্কৃতিক শিল্প ঃ

৮.১ পুস্তক প্রকাশনা ঃ

(ক) বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনার কাজটি মূলত বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সরকারী পর্যায়ে বাংলা একাডেমী প্রকাশনায় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থ উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক কিছু গবেষণামূলক পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। পুস্তক প্রকাশে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণা ও সুস্থ বিনোদনমূলক প্রকাশনাকে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়াও সকল শ্রেণীর পাঠক, প্রকাশক ও গবেষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল নীতি ও আইন যেমনঃ জাতীয় পুস্তক নীতিমালা, কপিরাইট আইনের যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) পুস্তক প্রকাশনা শিল্পকে একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রকাশনা শিল্পের সাথে জড়িত সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠী নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(গ) প্রকাশনা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকাশক, লেখক ও সাহিত্যিকের স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২ সংবাদ মাধ্যম ঃ

(ক) তথ্য প্রচারে সংবাদ পত্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংবাদ পত্র বাংলাদেশের সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ ও উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ লক্ষ্যে এ শিল্পের বিকাশে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) সংবাদপত্রকে সকল প্রকার সরকারী ভতুর্কি কাটিয়ে এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের মান উন্নয়নে এবং বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বায়নের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.৩ সম্প্রচার ঃ

(ক) সম্প্রচার শিল্পকে বর্তমান বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এবং একে আত্মনির্ভরশীল করে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(খ) এ শিল্পকে একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়ক করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৯। **সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঃ**

বাংলাদেশের আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং এর উন্নয়নের জন্য এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য এবং এর উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে বিভাগীয় নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও তুলনামূলক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তুলনামূলক গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতে করণীয় কার্যক্রমসমূহ নির্ধারণপূর্বক সে অনুসারে পরবর্তী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে নতুন নতুন প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে অধিকতর উন্নয়নের পথ সুগম করা হবে।

১০। **সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অর্থায়ন ঃ**

(ক) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে এবং এর উন্নয়নে সরকারী অর্থায়ন মূল ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সরকারের রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হয়। এর জন্য প্রতি বছর নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করা সম্ভব। এ নীতিমালায় গৃহীত কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প-সহযোগিতাকে কাজে লাগাতে হবে। রাজস্ব বাজেটের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। প্রত্যেক সংস্থাকে নিজস্ব আয়ের উৎস তৈরি করার সর্বাত্মক প্রয়াস ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক অর্থনীতি তৈরি করা সম্ভব এবং সংস্কৃতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

(খ) সাংস্কৃতিক স্থাপনাদি এবং স্মৃতিসৌধ দর্শনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ এ সকল ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। **সাংস্কৃতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ**

বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের ৩৮টি দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। এ চুক্তির আলোকে সম্পাদিত হয়েছে সংস্কৃতি বিনিময় কার্যক্রম। এ বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা হবে ঃ

(ক) সাংস্কৃতিক শিল্পী দল, সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক বিনিময়।

(খ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তি প্রদান।

(গ) গবেষণামূলক কার্যক্রমে সহায়তাদান।

(ঘ) শিক্ষা ও ক্রীড়া গবেষণামূলক বৃত্তি প্রদান।

(ঙ) উন্নত বিশ্বের ইতিবাচক সংস্কৃতি গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধকরণ।

(চ) শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অধিকতর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তাদান।

(ছ) প্রকাশনা, চলচ্চিত্র, চারুশিল্প এবং রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠান বিনিময়।

(জ) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী এবং কারিগর বিনিময় এবং সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন অনুদান সহজলভ্যকরণ।

(ঝ) প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম এবং বৃত্তি বিনিময়।

(ঞ) প্রয়োজনে ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর ও বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ট) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি ও বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১২। **জাতীয় সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ**

(ক) এই নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। উক্ত কমিটি জাতীয় সংস্কৃতি নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। উক্ত কমিটি প্রতি ছয় মাস অন্তর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মিলিত হবে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবে।

(খ) এই নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবেন এবং প্রতি মাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। তিনি জাতীয় সংস্কৃতি নীতি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটির নির্দেশনার আলোকে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন।

১৩। **উপসংহার ঃ**

সংস্কৃতি একটি সমাজ তথা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জীবনাচারের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এ দেশের মানুষের গৌরব। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বিষয়টি সংবিধানেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে প্রণীত জাতীয় সংস্কৃতি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক শিল্প। বিশেষ করে পর্যটন শিল্প এবং বাণিজ্যের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে সম্পৃক্ত করে পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশে একটি টেকসই অর্থনীতি গঠন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তা দেশের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে। তাছাড়া বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও নিজস্ব স্বকীয়তা তুলে ধরার অত্যন্ত শক্তিশালী উপকরণ হল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির লালন, পরিচর্যা এবং এর পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে নিজেদের মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সমন্বয় সাধন। শুধু এককভাবে সরকারি নয়, সাথে সাথে বেসরকারি উদ্যোগেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্পূরক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি জাতীয় উন্নয়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে প্রেরণা যোগাবে।

মাহমুদা মিন আরা

(উপ-সচিব)
সংস্কৃতি উপদেষ্টা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-৩৫৪৫কম/এ-১,০০০ বই, ২০০৭।